বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

রিপোর্টের সন ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রথম খন্ড

শিল্প মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০১০-২০১৩

বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	---
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	---
৩	Abbreviation & Glossary	---
৪	**প্রথম অধ্যায়**	১
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
	অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ	৭
	অডিটের সুপারিশ	৭
	উপযোজন হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য	- --
৫	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৯-২২
৬	তৃতীয় অধ্যায় (চূড়ান্ত হিসাবের উপর নিরীক্ষা মন্তব্য)	- --
৭	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খন্ড

ক

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর মন্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখঃ ১২/০১/১৪২৫ বঙ্গাব্দ।
২৫/০৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত
মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

মহাপরিচালকের বক্তব্য

শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি এর ২০১০-২০১৩ অর্থ বছরের আর্থিক কর্মকান্ড বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এ রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের যে সকল আর্থিক অনিয়ম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বিবেচ্য সময়ের অথবা পূর্ববর্তী সময়ের লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশ বিশেষ মাত্র। এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অনিয়ম পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা এবং সরকারি বিধি-বিধান পরিপালন না করায় অনিয়মগুলো সংঘটিত হয়েছে যার প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো। অডিট আপত্তিতে জড়িত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের আর্থিক শৃঙখলা নিশ্চিতকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধ করাও সম্ভব। মূল রিপোর্টের কলেবর বৃদ্ধি না করে আপত্তি সংশ্লিষ্ট প্রমাণক ও বিস্তারিত পরিসংখ্যান (পরিশিষ্টসমূহ) পৃথক একটি খন্ডে অর্থাৎ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিরীক্ষার আন্তর্জাতিক মানদন্ড তথা International Standards for Supreme Audit Institutions (ISSAI) এর প্রাসঙ্গিক ধারাসমূহ এবং Government Auditing Standards সমূহ বিবেচনায় নিয়ে আলোচ্য নিরীক্ষা সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখঃ ১১/১/১৪২৫ বঙ্গাব্দ
২৪/৪/২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত
(মোঃ আফতাবুজ্জামান)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

Abbreviations & Glossary
(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১	BCIC	Bangladesh Chemical Industries Corporation	
২	BAS	Bangladesh Accounting standards	
৩	BMRE	Balancing Modernization Rehabilitation and Expansion	
৪	DPP	Development Project Proposal	
৫	IAS	International Accounting Standards	
৬	JV	Journal Voucher	
৭	KPM	Karnaphuli Paper Mills	
৮	MIS	Management Information System	
৯	MR	Material Receipt	
১০	MRR	Material Receiving Report	
১১	PGTR	Performance Guarantee of Test Run	
১২	STG	Steam Turbine Generator	
১৩	SR	Soda Recovery	
১৪	WAPDA	Water & Power Development Authority	
১৫	Demand Note		চাহিদা পত্র
১৬	FS	Financial Statement	আর্থিক বিবরণী
১৭	LC	Letter of Credit	ব্যাংক কর্তৃক অপরিশোধিত অঙ্গীকারকৃত সকল দায়
১৮	Revaluation		পুনর্মূল্যায়ন

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	পৃষ্ঠা নং
০১	ভাড়া চুক্তি সম্পাদন না করে কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ (কেপিএম) এর ২০.৪৭ একর জমি বিসিআইসি'র নিকট হস্তান্তর এবং ভাড়া আদায় না করে রাজস্ব প্রদানের ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি টাকা ১২,০৮,৯৮৮.০০ এবং অনাদায়ী বকেয়া রাজস্ব টাকা ২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০ (মোট টাকা ১২,০৮,৯৮৮.০০ + ২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০ = ২,৬৫,৬৬,৩৬৯)।	২,৬৫,৬৬,৩৬৯/-	৬-৭
০২	শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দায় ও সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা হলেও পুনঃমূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত না করায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ (Net Worth) কম প্রদর্শন করা হয়েছে।	১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৬৩/-	৮-৯
০৩	এস আর বয়লার এ সাশ্রয়ী মূল্যের গ্যাস ব্যবহার না করে অধিক মূল্যের ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করায় অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি।	২৭,৭৬,১৩,৩৮২/-	১০
০৪	স্টীম টারবাইন জেনারেটর-৪ জরুরী ভিত্তিতে ওভারহোলিং এর জন্য ক্রয়কৃত খুচরা যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহার/প্রতিস্থাপন না করায় প্রতিষ্ঠানের মূলধন আটক।	৭,৭৯,৫৭,৪১৭/-	১১
০৫	ডুপ্লেক্স কাটার মেশিন উৎপাদন উপযোগী না হওয়ায় ক্ষতি।	১,১০,৪৮,০০০/-	১২-১৩
০৬	বিএমআরই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যয় দীর্ঘ সময় পরও মূলধনীকরণ (Capitalised) না করে Capital Work in Progress খাতে প্রদর্শন।	১৮৭,৫৪,৭৯,৬১৮/-	১৪
০৭	জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ভান্ডার সামগ্রী ক্রয়ের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত না হওয়ায় মূলধন আটক।	৫,০৮,৫৫,৮১৯/-	১৫
০৮	দীর্ঘদিন যাবত নালাপাড়াস্থ গুদাম সংস্কার করে ভাড়া না দেয়ায় এবং অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গুদামের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি।	২,৬৬,৫৬,৯১৫/-	১৬-১৭
	সর্বমোট টাকা =	১৫৯৩,৮১,৪৬,২৮৩/-	

অডিট বিষয়ক তথ্য

১. নিরীক্ষা অর্থ বৎসর : ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর ।

২. নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান : কর্ণফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

৩. নিরীক্ষার প্রকৃতি : নিয়মানুগ (কমপ্লায়েন্স) নিরীক্ষা।

৪. নিরীক্ষার সময় : ০২/৩/২০১৪ হতে ১৫/৫/২০১৪ পর্যন্ত।

৫. নিরীক্ষা পদ্ধতি :

ক) সরেজমিনে পরিদর্শন ।

খ) সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ভূমি, মূলধনী সম্পদ ও স্টোর হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদি, চাহিদা পত্রের আলোকে বিভিন্ন তথ্যাদি নিরীক্ষা করা।

গ) কোয়েরী সীট ইস্যু, নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব গ্রহণ এবং আলোচনা করা ।

৬. নিরীক্ষা দলের দলনেতা এবং সদস্যদের নাম ও পদবী :

দলনেতা : জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, উপ পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয়, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম ।

সদস্য : ১। জনাব মোহাম্মদ মোহসেনুল আলম, নিরীক্ষা ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম ।

২। জনাব মোঃ কমর উদ্দিন, এসএএস সুপার, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম ।

৩। জনাব মোঃ আবু মুছা, নিরীক্ষক, সেক্টর-৫, চট্টগ্রাম ।

৭. অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে : মহাপরিচালক, বাণিজ্যিক নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।:

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ :

- বিসিআইসিকে বাফার সার গোডাউন এর জন্য জমি হস্তান্তরের পরও ভাড়া আদায় না করা, সম্পদের যথাযথ হিসাব আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত না করা, দখলভুক্ত মালিকানা স্বত্ত্ববিহীন সম্পত্তি অনিয়মিতভাবে হিসাবভুক্ত করতঃ হিসাবে স্থিতি প্রদর্শন করা, মেরামত যন্ত্রাংশ ও ভাড়ার সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়া, প্রশাসনিক ও কারিগরী দুর্বলতা।

অডিটের সুপারিশ :

- বাফার গোডাউনের জন্য হস্তান্তরিত জমির চুক্তি সম্পাদনসহ ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে।
- উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতঃ পুনর্মূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ, দায়দেনা ও নীট সম্পদের প্রতিফলন করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় মেরামতযোগ্য যন্ত্রাংশ ও ভাড়ার সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়টি কমিটির মাধ্যমে সঠিকভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন আটকের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা উন্নত করতঃ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করতে হবে।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নং : ০১

শিরোনাম : ভাড়া চুক্তি সম্পাদন না করে কর্ণফুলী পেপার মিলস লিঃ (কেপিএম) এর ২০.৪৭ একর জমি বিসিআইসি'র নিকট হস্তান্তর এবং ভাড়া আদায় না করে রাজস্ব প্রদানের ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি টাকা ১২,০৮,৯৮৮.০০ এবং অনাদায়ী বকেয়া রাজস্ব টাকা ২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০ (মোট টাকা ১২,০৮,৯৮৮.০০ + ২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০ = ২,৬৫,৬৬,৩৬৯)।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে চট্টগ্রামের কালুরঘাট বাঁশকেন্দ্রের খতিয়ান, বিসিআইসি ও কেপিএম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত, সরেজমিনে জমির পরিমাপ, নির্মিত বাফার সার গোডাউন ২টি হস্তান্তর, সরকারী রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে ডিমান্ড নোট এবং রেলওয়ে হতে লীজকৃত ভূমি সংক্রান্ত নথিপত্রসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

ক) কালুরঘাট বাঁশ সংগ্রহ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ২২.২০ একর জমির মধ্যে ইউরিয়া সার সংরক্ষণের নিমিত্ত ২৫,০০০ মেঃ টন ধারণক্ষমতার ২টি সার গুদাম নির্মাণের জন্য ১৮.৫৩ একর জমি এবং গুদামে যাতায়াতের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে লীজকৃত ১.৯৪ একর জমি বিসিআইসি'র ১৩৬৯ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮/৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিসিআইসি'র নির্মাণ বিভাগকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

- কেপিএম লিঃ এর ৩২৪ তম কোম্পানী বোর্ড সভায় গুদাম নির্মাণে কালুরঘাটস্থ জমি ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, জমির খাজনা ও লাইসেন্স ফি, খসড়া ভাড়া চুক্তি প্রণয়ন এবং মালিকানার বিষয়ে সুপারিশ করার জন্য বিসিআইসি স্মারক নং-৫৪৩ এর মাধ্যমে ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়।
- বিসিআইসি স্মারক নং ০৭ এর মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ কালুরঘাটে নির্মিত ৫০,০০০ মেঃ টনের ২টি ট্রানজিট গুদাম পরিচালনা ও নিরাপত্তা গ্রহণের জন্য চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার, চট্টগ্রামকে হস্তান্তর করা হয়।
- বিএস দাগ নং-১৬২১৩ অনুযায়ী ২২.২০ একর জমির মধ্যে ১৭.০৪৫ একর জমির দলিল থাকলেও অবশিষ্ট ৫.১৫৫ (২২.২০-১৭.০৪৫) একর জমির দলিল/মালিকানা স্বত্ত্ব নিরীক্ষাকে আইন ও সম্পত্তি শাখা হতে সরবরাহ করা হয়নি।

খ) কেপিএম লিঃ এর ২২.২০ একর জমি ও রেলওয়ের ১.৯৪ একর জমির পুণঃপরিমাপ ও প্রতিবেদন হতে দেখা যায়, উভয় পরিমাপের মধ্যে গরমিল রয়েছে। গরমিলের বিষয়টি যৌথ জরিপের মাধ্যমে মীমাংসা করা হয়নি।

- কেপিএম লিঃ কর্তৃক বিসিআইসিকে সার গুদামের জন্য হস্তান্তরিত জমির ভূমি উন্নয়ন কর, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বার্ষিক কর এবং রেলওয়ের লীজকৃত ভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ বিগত ৩ বৎসরের রাজস্ব বাবদ প্রতিষ্ঠানের তহবিল হতে ১২,০৮,৯৮৮.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হিসেবে গণ্য।
- পূর্বের বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ ১৩৯৭-১৪২০ বাংলা সনের ১,০৫,১১,৩৮৯.০০ টাকা। রেলওয়ের লীজকৃত ভূমির লাইসেন্স ফি বাবদ ১৯৮৬-২০১২ সালের বকেয়া ১,৪৮,৪৫,৯৯২.০০ টাকাসহ সর্বমোট সরকারের বকেয়া পাওনা (১,০৫,১১,৩৮৯.০০ + ১,৪৮,৪৫,৯৯২.০০)= **২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০** (মাত্র দুই কোটি তেপান্ন লক্ষ সাতান্ন হাজার তিনশত একাশি) টাকা যা পরিশোধ না করায় জরিমানাসহ দেনা উত্তরোত্তর আরো বৃদ্ধি পাবে।
- বিসিআইসি হতে উপযুক্ত হারে ভাড়া বাবদ অর্থ আদায় করা হলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি এড়ানো সম্ভব হতো। যথাসময়ে বিসিআইসি'র সাথে ভাড়া চুক্তি চূড়ান্ত না করার যথোপযুক্ত কারণ প্রদান করা হয়নি।

বিস্তারিত পরিশিষ্ট -"১(ক) ও ১(খ)" তে দেয়া হলো।

অনিয়মের কারণ : বিসিআইসিকে বাফার সার গোডাউন এর জন্য হস্তান্তরিত কালুরঘাটস্থ ২০.৪৭ একর জমির দীর্ঘ ০২ বৎসরেরও অধিককাল ভাড়া চুক্তি সম্পাদন না করা এবং উক্ত জমির সরকারি রাজস্ব পরিশোধের ফলে প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১২,০৮,৯৮৮.০০ টাকা এবং অনাদায়ী বকেয়া রাজস্ব পরিমাণ ২,৫৩,৫৭,৩৮১.০০ টাকা।

ফলাফল : বিসিআইসি এর মাধ্যমে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার চট্টগ্রাম-কে সার গুদাম নির্মাণ ও ব্যবহারের জন্য জমি হস্তান্তরের পরও ভাড়া আদায় না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি এবং সরকারের বকেয়া রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ২৮/৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখে বিসিআইসি নির্মাণ বিভাগকে ২০.৪৭ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫.১৫৫ একর জমির মালিকানা ওয়াপদা কর্তৃপক্ষের । কেউ মালিকানা দাবী না করায় উক্ত জমি বিএস খতিয়ানভুক্ত করা হয় এবং নিয়মিত খাজনা পরিশোধ করায় কেপিএম এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । অতি শীঘ্রই জমি ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ ও ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করা হবে ।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মালিকানাবিহীন সম্পত্তি নিজ দখলে রাখা ও খতিয়ানভুক্ত করা অনিয়ম। মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে বিষয়টি সুরাহা করা প্রয়োজন । জমি ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ ও ভাড়া চুক্তি সম্পাদন করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবে ভাড়া বাবদ বিসিআইসি কর্তৃক কেপিএমকে পরিশোধ করার কথা উল্লেখ করা হলেও জমার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক উপস্থাপন করা হয় নাই। তাছাড়া কোন সময়কালের ভাড়াও উল্লেখ করা হয়নি। অতএব, আপত্তিকৃত অর্থ প্রতিষ্ঠানের তহবিলে জমা করতঃ প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : বাফার গোডাউনের জন্য হস্তান্তরিত জমির চুক্তি সম্পাদনসহ ভাড়া নির্ধারণ এবং অবশিষ্ট ৫.১৫৫ একর সম্পত্তি নিষ্পত্তিকল্পে মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নং : ০২

শিরোনাম : শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দায় ও সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন করা হলেও পুনঃমূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত না করায় প্রতিষ্ঠানের ১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৬৩.০০ লক্ষ টাকা নীট সম্পদ (Net Worth) কম প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে প্রতিষ্ঠান এবং বিসিআইসি এর বোর্ড সভার কার্যবিবরণী, বাৎসরিক চূড়ান্ত হিসাব, দায় ও সম্পদ বিবরণী এবং সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বিসিআইসি বোর্ড স্মারক নং-৩১৭ তারিখ- ২০/১২/২০১২ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের যে স্থায়ী সম্পদ ও ভূমি রয়েছে তার বুক ভ্যালুতে বর্তমান দর অনুযায়ী ভ্যালু প্রদর্শন করতে হবে।

- কেপিএম পত্র নং-১৯২ তারিখ- ২২/৪/২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে "৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখ ভিত্তিক নিরীক্ষিত হিসাবের ভিত্তিতে সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন ও দায়দেনা নিরূপনের জন্য " ১,৬০,০০০.০০ টাকা ফি এর বিনিময়ে বহিঃ নিরীক্ষক নিয়োগ করা হয়। উক্ত নিয়োগের প্রেক্ষিতে মেসার্স এ কে দেব এন্ড কোং চার্টার্ড একাউন্টস কর্তৃক ১৩/৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে দায় ও সম্পদের ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ ভিত্তিক পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করেন।

- পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী দায় ও সম্পদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

	বুক ভ্যালু (টাকা) ৩০/৬/২০১২	বর্তমান মূল্য (টাকা) ৩০/৬/২০১২	পার্থক্য
মোট সম্পদের মূল্য	৩৩৫,৯৯,৮২,১৫৪.০০	১৬৯৫,১৯,৫০,৯১৭.০০	১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৬৩.০০
বাদ মোট দায়	৪৪১,৯৭,০২,০০৬.০০	৪৪১,৯৭,০২,০০৬.০০	০০
নীট সম্পদ (Net Worth)	(১০৫,৯৭,১৯,৮৫২.০০)	১২৫৩,২২,৪৮,৯১১.০০	১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৬৩.০০

- একটি কোম্পানীর Statement of Financial Position and Statement of Changes of Equity পর্যালোচনায় প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত দায় ও সম্পদের পরিমাণ এবং Net Worth জানা যায়। ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রতিষ্ঠানের Net Worth ঘাটতি ছিল (১০৫,৯৭,১৯,৮৫২.০০)। কিন্তু ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখে পুনর্মূল্যায়নের পর Net Worth এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৩৬.০০ টাকা যা পূর্বের ঘাটতি সমন্বয় করলে বৃদ্ধির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৩৫,২২,৪৮,৯১১.০০ টাকা।

- এই বৃদ্ধির পরিমাণ Revaluation Reserve হিসাবে Equity কে প্রভাবিত করে ও প্রতিষ্ঠানের Net Worth বৃদ্ধি পায়।

- এই অবস্থায় বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির দায় ও সম্পদের Net Worth ইতিবাচক বলে পরিলক্ষিত হয়।

- এটি বিভিন্ন দাতা সংস্থা, ব্যাংক এবং ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এমন প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য অবস্থান হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ০৬/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং ১১৪০ এর মাধ্যমে বিসিআইসি কর্তৃক কেপিএম'কে জানানো হয় যে, "কারখানার ৩০/৬/২০১২ খ্রিঃ তারিখের নিরীক্ষিত হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন মোতাবেক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও দায় দেনার পুনঃমূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত করণের প্রয়োজনীয়তা নেই"। নিরীক্ষা মনে করে হিসাব মানদন্ড (IAS/BAS-16) অনুযায়ী উক্ত পুনঃমূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত করার প্রয়োজন আছে।

অনিয়মের কারণ : শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে দায় ও সম্পত্তির পূনর্মূল্যায়ন করা হলেও পুনঃমূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত না করায় প্রতিষ্ঠানের নীট সম্পদ (Net Worth) বাবদ ১৩৫৯,১৯,৬৮,৭৬৩.০০ টাকা প্রদর্শিত হয়নি।

ফলাফল : সম্পদের যথাযথ হিসাব আর্থিক বিবরণীতে প্রতিফলিত হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : বিসিআইসি এর ০৬/১০/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের নির্দেশে সম্পদের পুনর্মূল্যায়ন প্রতিবেদন হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র প্রদর্শন করার লক্ষ্যে এবং বাস্তবতার আলোকে পুনর্মূল্যায়িত সম্পত্তি হিসাবভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের পুঞ্জীভূত ক্ষতি (১০৫,৯৭,১৯,৮৫২.০০) টাকা প্রদর্শনের পরিবর্তে পুনর্মূল্যায়িত Net Worth ১২৫৩,২২,৪৮,৯১১.০০ টাকার সঠিক অবস্থান প্রদর্শন করা আবশ্যক ।

- উক্ত পুনর্মূল্যায়িত অংক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত না করায় সম্পদ এবং দায়ের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

- যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতঃ পুনর্মূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত করে ভবিষ্যতে এ ধারা নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখা আবশ্যক।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবার না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবে দেখা যায় যে, পুনঃমূল্যায়িত অংক আর্থিক বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত না করায় সম্পদ এবং দায়ের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না।

নিরীক্ষার সুপারিশ : উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতঃ পুনর্মূল্যায়িত অংক হিসাবভুক্ত করে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদ, দায়দেনা ও নীট সম্পদের সঠিক অবস্থান প্রতিফলন করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক। ভবিষ্যতে এ ধারা নিয়মিতভাবে অনুসরণ করে নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো ।

অনুচ্ছেদ নং : ০৩

শিরোনাম : এস আর বয়লার এ সাশ্রয়ী মূল্যের গ্যাস ব্যবহার না করে অধিক মূল্যের ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করায় অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি ২৭,৭৬,১৩,৩৮২.০০ টাকা।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে উৎপাদন বিবরণী, Management Information System (MIS) Report, জ্বালানী খরচের বিবরণী, উৎপাদন হিসাব বিবরণী ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ১৯৮৩-৮৪ সন হতে প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের সংযোগ দেয়া হয়। তখন হতেই এস আর বয়লার (সোডা রিকভারী বয়লার) বাদে অন্যান্য সবকটি বয়লার এবং STG (এসটিজি) প্ল্যান্টে (কেপটিক পাওয়ার) গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়। কোম্পানী প্রতিষ্ঠার সময় হতে এস আর বয়লারটিতে জ্বালানী হিসাবে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার হয়ে আসছে।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের তুলনায় ফার্নেস অয়েল অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বয়লারটির জ্বালানী প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তর না করায় এবং জরাজীর্ণ অবস্থা থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা না নেয়ায় এতে জ্বালানী তৈল খরচ প্রতি মেঃ টন কাগজ উৎপাদনে গড় হারের তুলনায় উত্তরোত্তর অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যা ২০০৭-২০০৮ সনে গড়ে প্রতি মেঃ টন ৩৪.২৪ লিটার এর স্থলে ২০১০-২০১১ সনে সর্বোচ্চ প্রতি টনে ১৫৯.১৯ লিটার পর্যন্ত খরচ হয়েছে যা ২০০৭-২০০৮ সনের তুলনায় ৪৬৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্ণিত সময়ে (২০০৭-০৮ হতে ২০১০-২০১১) অস্বাভাবিক হারে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার হওয়ায় ২৭,৭৬,১৩,৩৮২.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি হয়েছে **(বিস্তা. ত পরিশিষ্ট "২" তে দেয়া হলো)** যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে নথি পত্রে প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
- অপরদিকে, জ্বালানী তৈলের মূল্যের তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাস অত্যন্ত সাশ্রয়ী । বয়লারটিতে ফার্নেস অয়েলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার না করায় ২০০৭-২০০৮ সন হতে ২০১২-২০১৩ সন পর্যন্ত সময়ে মোট ৩২,১৫,৯৩,৮৬৬.০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট "২.১/১" তে দেয়া হলো)**। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দেয়া হিসাব মতে বয়লার চালাতে প্রতি মেঃ টন ফার্নেস অয়েলের তুলনায় গ্যাস ব্যবহারের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১০০ ঘন মিটার (কপি সংযুক্ত) যা বাণিজ্যিক হারে প্রতি ঘন মিটার ৫.৮৬ টাকা । এর বিপরীতে প্রতি লিটার ফার্নেস অয়েলের বর্তমান দর ৬০.০০ টাকা । অর্থাৎ ফার্নেস অয়েল এর বর্তমান বাজার মূল্য গ্যাসের তুলনায় প্রায় ১০ গুণ বেশী । এত বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে বয়লারটিতে জ্বালানী হিসেবে গ্যাস ব্যবহারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি ।

অনিয়মের কারণ : জরাজীর্ণ এস আর বয়লার যথাসময়ে পুনর্বাসন/পুনঃস্থাপন করা হয়নি। প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তর ব্যতিরেকে অস্বাভাবিক হারে ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করায় অতিরিক্ত ব্যয়জনিত ক্ষতি ২৭,৭৬,১৩,৩৮২.০০ টাকা।

ফলাফল : অতিরিক্ত জ্বালানী খরচ হতে রক্ষাকল্পে অবিলম্বে দীর্ঘদিনের পুরাতন এই জরাজীর্ণ বয়লারটিকে পুনর্বাসন/পুনঃস্থাপন করাসহ তেলের পরিবর্তে গ্যাসে রূপান্তরের বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ১৯৮৪-১৯৮৫ সনে কার্যক্রমের সময় বিভিন্ন কারিগরী সীমাবদ্ধতার কারণে গ্যাস লাইন সংযোগ দেয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে বয়লারটির মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী কারিগরী সীমাবদ্ধতার কারণে আর কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্তমানে স্বল্পকালীন উন্নয়ন পরিকল্পনায় এটিকে আধুনিকায়ন/পুনর্বাসন করা হবে । এতে ফার্নেস অয়েলের ব্যবহার সীমিত হয়ে আসবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- কেপিএম লিঃ এর ২০০৭ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় এস আর বয়লারটিকে (গ্যাস ও তৈল) হিসাবে পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৯ সনে আর্থিক সংকুলান না হওয়ায় স্থগিত রাখা হয়। আপত্তির পরিশিষ্ট "২.১/১ " তৈল ও গ্যাসের মূল্যের পার্থক্যে ক্ষতি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পরিশিষ্ট "২" পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কাগজ উৎপাদনে প্রতি টনে তৈলের প্রয়োজন ৩৪.০০ লিটার। কোন কোন ক্ষেত্রে তা ৪৬৫% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অতিমাত্রায় জ্বালানী খরচের ফলে বর্ণিত সময়ে তেলের মূল্যে মোট ২৭,৭৬,১৩,৩৮২.০০ টাকা অতিরিক্ত খরচ হয়েছে। যার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে নিরীক্ষা আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবের আলোকে 'এস আর বয়লার' এ সাশ্রয়ী মূল্যের গ্যাস ব্যবহার না করায় অতিমাত্রায় জ্বালানী খরচ হওয়াজনিত ক্ষতির অর্থ দায়ীদের নিকট হতে আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অপচয়রোধ করার জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা আধুনিকায়ন করে ফার্নেস অয়েল এর ব্যবহার হ্রাস করা যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ নং : ০৪

শিরোনাম : স্টীম টারবাইন জেনারেটর-৪ জরুরী ভিত্তিতে ওভারহোলিং এর জন্য ক্রয়কৃত খুচরা যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার/প্রতিস্থাপন না করায় প্রতিষ্ঠানের পড়ে থাকা মূলধনের পরিমাণ ৭,৭৯,৫৭,৪১৭.০০ টাকা।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে বৈদেশিক ক্রয় রেজিস্টার, এলসি নথি, MR ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ উৎপাদন কাজে ১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন স্টীম টারবাইন জেনারেটর -৪ (এসটিজি-৪) এর বিভিন্ন জটিল সমস্যা দেখিয়ে জরুরী ভিত্তিতে মেরামতের জন্য উপ প্রধান প্রকৌশলী (বাষ্প ও শক্তি) কর্তৃক ২৪/৮/২০১০খ্রিঃ তারিখে যন্ত্রাংশ ক্রয়ের জন্য নোট উপস্থাপন করেন। কোম্পানী বোর্ডের অনুমোদনক্রমে মালিকানার ভিত্তিতে Mitsubishi Corporation, Japan হতে ক্রয় করা হয় ।
- ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশগুলি ০৭/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মোট ৮৬ (ছিয়াশি) টি MRR এর মাধ্যমে ভান্ডারে গ্রহণ করা হয় (MRR No:1441-1526)মালামালগুলির জেভি নং- ৪৪২ তারিখ-৩০/৫/২০১৩খ্রিঃ এর মাধ্যমে হিসাব বিভাগ কর্তৃক মোট ৭,৭৯,৫৭,৪১৭.০০ টাকা মূল্য নিরূপন করে হিসাবভুক্ত করা হয় ।
- ভান্ডার খতিয়ান এবং বিন কার্ড যাচাই করে দেখা যায় যে, আগষ্ট/২০০৮ সালে জরুরী ভিত্তিতে ক্রয়কৃত মালামালগুলি অদ্যাবধি ব্যবহৃত হয়নি। বর্তমানে আর্থিক সংকটাপন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য দীর্ঘদিন পূর্ব হতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে মালামাল ক্রয় করে মজুদ করে রাখা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি ।
- উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানটি বিগত কয়েক বছর যাবত চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে আছে। এহেন আর্থিক দুরবস্থায় এসটিজি-৪ মেরামতের কোন বাস্তব পদক্ষেপ না নিয়ে প্রায় ৪ বৎসর পূর্বে মালামাল ক্রয়ের ব্যবস্থা মোটেই কাম্য ছিলনা। ফলে ২০১১-২০১২ সনের ৩,৫৯,৫৩,৫৬৪.০০ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ সনে ৪,৬৬,০৭,১৮৩.০০ টাকা মোট ৮,২৫,৬০,৭৪৭.০০ টাকা ব্যাংক সুদ পরিশোধ করতে হয়েছে।
- আরও উল্লেখ্য যে, ২০১০ সনে জরুরী মেরামতের প্রয়োজন দেখালেও এসটিজি-৪ এখনও মেরামত ছাড়াই সচল রয়েছে। কোম্পানীর চরম আর্থিক দুর্দিনে দীর্ঘদিন যাবত ৭,৭৯,৫৭,৪১৭.০০ টাকার মজুদ মুলধন ব্যবহার না হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্টভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দীর্ঘ ৫(পাঁচ) বছর পর্যন্ত ক্রয়কৃত মালামাল অব্যবহৃত থাকায় এক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত ঝুঁকি বিদ্যমান। এর ক্ষেত্রে নতুন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন করলে পূর্বের ক্রয়কৃত মালামাল অবশ্যই অকেজো হয়ে পড়বে।

অনিয়মের কারণ : স্টীম টারবাইন জেনারেটর-৪ জরুরী ভিত্তিতে ওভারহোলিং এর জন্য ক্রয়কৃত খুচরা যন্ত্রাংশ দীর্ঘদিন যাবত ব্যবহার/প্রতিস্থাপন না করায় প্রতিষ্ঠানের ৭,৭৯,৫৭,৪১৭.০০ টাকার মূলধন আটক।

ফলাফল : মেরামত ও যন্ত্রাংশ ক্রয়ের বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ মূলধন অপচয়ে রূপান্তর।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ওভারহোলিং এর কাজ সম্পন্ন করতে আনুমানিক দুই মাস সময় লাগবে। উক্ত সময়ের জন্য পিডিবি কর্তৃক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের নিশ্চয়তা না পাওয়ায় মেরামত সম্পন্ন করা যায়নি। আগামী ফেব্রুয়ারী/২০১৫ সালে কারখানার বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। সেই মতে এসটিজি-৪ এর ওভারহোলিং সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- এসটিজি-৪ বর্তমান(১৫-৫-২০১৪খ্রিঃ) সময় পর্যন্ত সক্রিয়ভাবে চালু আছে। এমতাবস্থায় ২০০৮ সনে যন্ত্রাংশ অধিযাচন দিয়ে ক্রয়কৃত যন্ত্রাংশ ২০১৫ সনে অর্থাৎ ৭ বৎসর পর মেরামত সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ প্রতিষ্ঠানের জন্য আর্থিক এবং সময়ের বিবেচনায় মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মালিকানার ভিত্তিতে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৩ থেকে ৪ মাস সময়ই যথেষ্ট ছিল।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে অপরিকল্পিতভাবে যন্ত্রাংশ ক্রয় করে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : অপরিকল্পিতভাবে যন্ত্রাংশ ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন অপচয়ের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি /ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ অতি সত্বর ব্যবহার নিশ্চিত করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং : ০৫

শিরোনাম ঃ ডুপ্লেক্স কাটার মেশিন উৎপাদন উপযোগী না হওয়ায় ক্ষতি ১,১০,৪৮,০০০.০০ টাকা।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে বৈদেশিক ক্রয় নথি, মেশিন হাউজ এবং উৎপাদন বিভাগের যোগাযোগ নথিপত্র, MRR এবং ভান্ডার খতিয়ান ইত্যাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- উৎপাদন বিভাগের ০৫/৪/২০০৪ খ্রিঃ তারিখের নোট সূত্র নং এসএসপি এই/৯২৩/০৪(৪০২) অনুযায়ী দৈনিক ৮০ মেঃ টন কাগজ কাটার ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি নতুন ডুপ্লেক্স কাটার মেশিন ক্রয়, স্থাপন এবং কমিশনিং এর ব্যবস্থাসহ বিদেশী মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- বিসিআইসি এর অনুমোদনের ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও শুধুমাত্র বাজেট সংকুলান না হওয়ার অজুহাতে পূর্ণাঙ্গ মেশিন ক্রয় না করে তাহার মূল যন্ত্রাংশগুলি MRR No-1605-1640 তারিখ ২৬/৯/২০০৬ খ্রিঃ টাকা ১,০৬,০০,০০০.০০ আমদানী করা হয়।
- এই ক্রয় প্রক্রিয়া ডুপ্লেক্স কাটার মেশিনের যন্ত্রাংশ আমদানী করা হলেও (এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ Receiving Table, Roll's stand বাদে)। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমদানীর পরিবর্তে Lay Boy System অর্থাৎ Receiving Table স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করে মেশিন হাউজে স্থাপন করার পর কাগজ কাটার মেশিনটি যথাযথভাবে উৎপাদনের উপযোগী করে তোলা সম্ভব হয়নি।
- মেশিন হাউজের ০৩/১১/২০০৮ তারিখের ৭৮১ নং পত্রে উৎপাদন বিভাগকে জানানো হয় যে, মূল যন্ত্রাংশটি Lay Boy System ব্যতীত অসম্পূর্ণভাবে (Incomplete) চায়না হতে আমদানীর পর স্থানীয়ভাবে Receiving Table সংগ্রহ করে স্থাপন করা হয়। এটি স্থাপনের পুরো দায়দায়িত্ব পেপার মেশিন সংরক্ষণ শাখার উপর বর্তানোর ফলে নিজস্ব উদ্যোগে মেশিনটি উৎপাদন উপযোগী করার উদ্যোগ নেয়া হলেও যথাযথভাবে উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়নি। উৎপাদন বিভাগের ১৩/১১/১৩ খ্রিঃ তারিখের চিঠিতে স্থাপিত মেশিনটির ০৫ (পাঁচ) টি উল্লেখযোগ্য সমস্যা চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণ করতঃ মেশিনটি সম্পূর্ণ অপারেশনে আনার জন্য সমস্যাসমূহ সমাধানের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।
- যন্ত্রাংশ আমদানী মূল্য বাবদ ১,০৬,০০,০০০.০০ টাকা; স্থানীয়ভাবে অন্যান্য যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৩,৮৮,০০০.০০ টাকা এবং আনুষাংগিক খরচ বাবদ ৬০,০০০.০০ টাকাসহ সর্বমোট ১,১০,৪৮,০০০.০০ টাকায় স্থাপিত মেশিনটি অদ্যাবধি অব্যবহৃত/অচল অবস্থায় আছে।
- সম্পূর্ণ মেশিনটি ক্রয়ের জন্য দরপত্র সিডিউলের দফা D-1 অনুযায়ী মেশিনের Installation, Erection, Commisioning, Performance Gaurantee Test Run & Commercial Operation etc. সরবরাহকারীর দায়িত্বে ছিল এবং E-1, E-2, F-2,3, F-2,4 অনুযায়ী যাবতীয় যন্ত্রাংশ নির্দ্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সরবরাহের নিশ্চয়তার উল্লেখ ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ মেশিনের (Complete Machine) পরিবর্তে বাজেট সংকুলানের অজুহাত দেখিয়ে শুধুমাত্র প্রধান যন্ত্রাংশগুলি ক্রয় করায় বর্ণিত শর্তাদি সরবরাহকারীর উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। এছাড়া মেশিন স্থাপন সংক্রান্ত ০৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির ০৫/১০/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, "সংশ্লিষ্ট বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করে শীট কাটার মেশিন স্থানান্তর কাজ সম্পন্ন করা যাবে। এতদসংক্রান্ত কাজের জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে টেকনো ফাইন্যান্স অফার সংগ্রহ করে কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে"। কিন্তু কেপিএম কর্তৃপক্ষ উক্ত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের কারিগরী সহায়তা ছাড়াই আমদানীকৃত যন্ত্রাংশের সাথে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত যন্ত্রাদি সংযোগ করে মেশিনটি স্থাপন করে। মূল কোম্পানীর পরিবর্তে Receving Table স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করায় এটি আজ পর্যন্ত উৎপাদন উপযোগী করা সম্ভব হয়নি। দীর্ঘ ০৮ বৎসর অতিবাহিত হলেও এটি উৎপাদনের কাজে না আসায় মেশিনটির সম্পূর্ণ মূল্যই নিষ্ফল ব্যয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

অনিয়মের কারণ : স্বয়ংসম্পন্ন কাটার মেশিনের পরিবর্তে লেবয় সিস্টেম ব্যতিত ডুপ্লেক্স কাটার মেশিনের যন্ত্রাংশ আমদানী করায় এবং পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ (Lay Boy System: Receiving Table, Roll's stand) সংযোজনের পরও এটি উৎপাদন উপযোগী না হওয়ায় ক্ষতি ১, ১০, ৪৮,০০০.০০ টাকা।

ফলাফল : প্রশাসনিক ও কারিগরী দুর্বলতার কারণে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : মেশিনটি নিরবচ্ছিন্নভাবে চালুর উপযোগী করার উদ্দেশ্যে কারিগরী পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন কাজ সম্পাদন করতঃ মেশিনটি কার্যক্ষম করার জন্য ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে মেশিনটি অচল/অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে অর্থাৎ মেশিন বাবদ ব্যয় নিষ্ফল ব্যয় হিসেবে গণ্য যা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এ কার্যালয় হতে ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবেও মেশিনটি অচল অবস্থায় পড়ে আছে স্বীকার করা হয়েছে। দীর্ঘদিন পূর্বে মেশিন মেরামতের জন্য স্পেয়ার আমদানী করা হলেও ১৫/৬/২০১৬খ্রিঃ পর্যন্ত মেশিনটি সচল না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ ক্ষতিজনিত অর্থ আদায়পূর্বক প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করার জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : মেশিনটি দীর্ঘদিন যাবৎ অচল অবস্থায় ফেলে রেখে মূলধন আটক করাসহ আর্থিক ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে ক্ষতির অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং : ০৬

শিরোনাম : বিএমআরই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যয় দীর্ঘ সময় পরও মূলধনীকরণ (Capitalised) না করে Capital Work in Progress খাতে প্রদর্শন ১৮৭,৫৪,৭৯,৬১৮ টাকা।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে বিএমআরই প্রকল্প হিসাব, উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (DPP), সাধারণ ও উপ খতিয়ান, কার্যসম্পাদন বিবরণী, তহবিল ছাড়করণ নথি ও তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- কর্ণফুলী পেপার মিলের উৎপাদন ক্ষমতা ৩০,০০০.০০ মেঃ টন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর বিভিন্ন অংশের যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপনসহ একটি নূতন ব্লিচিং প্ল্যান্ট নির্মাণের জন্য বিএমআরই প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে (সূত্র নং- পবি/একনেক-১/২৬২০০৭/৮৯৮ তারিখ-২২/১০/২০০৭ খ্রিঃ যার প্রাক্কলিত মূল্য ১৮১৫৬.৯০ লক্ষ টাকা (স্থানীয় মুদ্রায় ৩২৪৬.৩০ লক্ষ এবং বৈদেশিক মুদ্রায় ১৪৯১০.০০ লক্ষ টাকা) ২০০৮-২০০৯ এবং ২০০৯-২০১০ সনে মূল কার্য সম্পাদনের পর মোট ব্যয় দাঁড়ায় ১৭৬৫৯.৯৫ লক্ষ টাকা, যা ৩০/৬/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে সুদসহ মোট ১৮৭,৫৪,৭৯,৬১৮.০০ টাকা স্থিতিপত্রে Capital Work in Progress দেখানো হয় ।
- মূল DPP তে স্থাপিত যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল ১০ বৎসর এবং সরকারী Equity এর উপর ৫% হারে সুদ ধার্য্য হবে বলে উল্লেখ রয়েছে । ২০০৯-১০ সনে প্রকল্পের মূলে কাজ অর্থাৎ মোট ২১টি স্তরে যন্ত্রপাতি স্থাপন/প্রতিস্থাপন করা হয়। ২১ টির মধ্যে ৩টি স্তর অর্থাৎ ব্লিচিং প্ল্যান্ট, অক্সিজেন সিস্টেম এবং ব্লিচিং কেমিক্যাল প্ল্যান্ট, যার মোট মূল্য ৯৩.০৭ কোটি টাকা এর কারিগরী জটিলতার কারণে PGTR (Performance Guarantee of Test Run) স্থগিত থাকে । এটি সংশোধনের পর মার্চ/২০১৪ সালে সম্পন্ন করা হয়। মোট ব্যয়ের উপর DPP অনুযায়ী তহবিল প্রাপ্তির সময় হতেই ৫% হারে সুদ হিসাব ভুক্ত করা হয় । কিন্তু বিএমআরই এর অপর ১৮টি স্তরে স্থাপিত যন্ত্রপাতি ২০১০-১১ সন হতে সম্পূর্ণ ব্যবহারে আসলেও এগুলোর মূল্য সম্পদ হিসাবে হিসাবভুক্তি অর্থাৎ মূলধনায়িত না করায় এই অংশসমূহের উপর কোন অবচয় ধার্য্য হয়নি ।
- বৃহদাকারে বিপুল ব্যয়ে স্থাপিত যন্ত্রপাতি মূলধন ব্যয় হিসাবে গণ্য হলেও দীর্ঘ ৩ বৎসর যাবৎ এগুলোর মূল্য মূলধনায়িত না করে Capital Work in Progress খাতে দেখানো হয়েছে যা সম্পদ ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা হিসাবে গণ্য। মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহারের উপর DPP অনুযায়ী অবচয় না ধরার কারণে ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ সনের Financial Statement এর উদ্বৃত্ত পত্রে (Balance Sheet) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদের সঠিক চিত্রের প্রতিফলন ঘটেনি যা IAS/BAS-16 এর পরিপন্থি ।
- উল্লেখ্য যে, DPP অনুযায়ী ২১ টি খাতে খাতভিত্তিক বরাদ্দ দেয়া হলেও কোন খাতে প্রকৃত কত ব্যয় হয়েছে তার সঠিক হিসাব সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রে পাওয়া যায়নি । এ বিষয়ে নিরীক্ষা দলের চাহিদা অনুযায়ী খাতভিত্তিক প্রকৃত ব্যয়ের হিসাব চাওয়া হলে তা অদ্যাবধি নিরীক্ষায় সরবরাহ করা হয়নি ।

অনিয়মের কারণ : বিএমআরই প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত যন্ত্রপাতির ব্যয় দীর্ঘ সময় পরও মূলধনায়িত (Capitilised) না করে Capital Work in Progress খাতে প্রদর্শন ১৮৭,৫৪,৭৯,৬১৮.০০ টাকা ।

ফলাফল : মূলধন খাতে ব্যয় করার পরও সংশ্লিষ্ট খাতে ব্যয় প্রদর্শন না করায় হিসাব বিভাগের অনিয়মের বহিঃপ্রকাশ, যা হিসাব বিভাগের দুর্বলতা প্রকাশ পায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ নিরীক্ষার শেষ আলোচনা (১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ) তারিখ পর্যন্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জবাব প্রদান করেনি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- স্থাপিত যন্ত্রপাতি মূলধনীকরণ না করার ফলে সম্পদ ব্যবহারের উপর অবচয় ধার্য ব্যতীত তৈরীকৃত হিসাব সঠিক হয়নি ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাব স্বীকৃতিমূলক। অতিসত্বর মূলধনীকরণসহ অবচয় নির্ধারণ ও সঠিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ : মূলধনীকরণ (Capitalisation) সহ অবচয় নির্ধারণ ও সঠিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং : ০৭

শিরোনাম : জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ভান্ডার সামগ্রী ক্রয়ের পর দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত না হওয়ায় মুলধন আটক ৫,০৮,৫৫,৮১৯ টাকা ।

বিবরণ : কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে বাৎসরিক বাস্তব যাচাই প্রতিবেদন, ভান্ডার খতিয়ান, সাধারণ খতিয়ান ও তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্রাদি যাচাইয়ে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ক্রোড়পত্রে "৩.১/১" তে বর্ণিত আইটেমগুলো ১৯৮১ সন হতে ক্রয়/সংগ্রহ করা হলেও এ যাবৎ কোন মালামাল ইস্যু/ব্যবহার করা হয়নি। ফলে প্রতীয়মান হয়, এ যন্ত্রাংশগুলি ক্রয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। এ ছাড়া পরিশিষ্ট "৩" এ বর্ণিত মালামালগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ অর্থাৎ ১৯৮৩ সনের পর হতে কোন মালামালই ইস্যু করা হয়নি। এগুলি ধীরগতি সম্পন্ন/না বাতিল তা নির্ধারণ করা হয়নি ।
- BCIC Store Manual এর Article No-20 এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, "Surplus and Obsolete materials represent a sizeable amount of capital tied-up in inventory" এক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অব্যবহৃত মালামাল প্রতিষ্ঠানের মূলধন আটকের শামিল ।
- Article No-20.2 এবং 20.3 অনুযায়ী যে সমস্ত মালামাল ০৩ (তিন) বৎসর যাবৎ ব্যবহার হচ্ছে না তার তালিকা প্রস্তুত করে ব্যবহারকারী বিভাগের মতামত গ্রহণ করতঃ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত নেয়া আবশ্যক । কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। **(বিস্তারিত পরিশিষ্ট " ৩.১/১ এবং ৩.১/২ " এ দেয়া হলো)|**

অনিয়মের কারণ : জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ভান্ডার সামগ্রী ক্রয়ের পর আদৌ ব্যবহার না করা/দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবহৃত না হওয়ায় ৫,০৮,৫৫,৮১৯.০০ টাকার মুলধন আটক।

ফলাফল : জরুরী প্রয়োজন দেখিয়ে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ ও ভান্ডার সামগ্রী ক্রয়ের বিষয়টি সঠিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের বিপুল পরিমাণ মূলধন অপচয়ে রূপান্তর।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব : ব্যবহারকারী বিভাগের মতে বিভিন্ন প্ল্যান্টে দীর্ঘদিন পর হলেও মালামালগুলির প্রয়োজন হবে। কমিটির মাধ্যমে বিষয়টি সমাধান কল্পে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাবে ধীরগতি সম্পন্ন মালামালের বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে মালামাল ক্রয়ের দীর্ঘসময় পরও ব্যবহার না করার বিষয়ে মন্তব্য করা হয়নি। প্রকারান্তরে আপত্তিটি স্বীকার করে নেয়া হয়েছে, অর্থাৎ মূলধন আটক রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে মালামালের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত না হয়ে মালামাল ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রয়োজন অতিরিক্ত মালামাল ক্রয় করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আটক রাখার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ১৯৮১ সাল হতে প্রায় ৩০ বছর মূলধন আটকসহ আর্থিক ক্ষতির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ।
- সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণসহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত মালামাল ক্রয়ের মাধ্যমে মূলধন আটকের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রমাণক সরবরাহের জন্য অনুরোধ করা হল ।

অনুচ্ছেদ নং : ০৮

শিরোনাম : দীর্ঘদিন যাবত নালাপাড়াস্থ গুদাম সংস্কার করে ভাড়া না দেয়ায় এবং অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গুদামের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৬৬,৫৬,৯১৫ টাকা।

বিবরণ: কর্ণফুলী পেপার মিলস (কেপিএম) লিঃ এর ২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের হিসাবের উপর ০২/০৩/২০১৪ খ্রিঃ হতে ১৫/০৫/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপর বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকালে চট্টগ্রাম নালাপাড়া আইস ফ্যাক্টরী রোডস্থ কেপিএম এর অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গুদাম নং-১/এ ও ১/বি এর চুক্তিপত্র, অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত গুদামের মালামালের স্টক রিপোর্ট, ওয়ারহাউস লাইসেন্স, বীমা সংক্রান্ত নথি এবং এ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

ক) আইস ফ্যাক্টরী রোড, চট্টগ্রামস্থ নালাপাড়া গুদাম নং -১/এ ও ১/বি দুইটি গত ২৮/৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ হয় ক্ষতিগ্রস্থ গুদাম দুইটি ২৮/৬/২০১০ খ্রিঃ তারিখে ভস্মীভূত হলেও সংস্কার পূর্বক ভাড়া উপযোগী করা সম্ভব ছিল ; ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ তা না করায় জানুয়ারী/২০১১ হতে মার্চ/২০১৪ পযন্ত ৩৯ মাস প্রতি বঃ ফুট ১০/- টাকা হারে গুদাম দুইটিতে [(১৯৬৮+১৯৮০)×৩৯×১০]=১৫,৩৯,৭২০.০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে এবং হচ্ছে। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত (গুদাম নং-১/এ ও ১/বি) দুইটি গুদামের জুলাই/২০১০ হতে জুন/১৪ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ধার্য্যকৃত পৌরকর বাবদ ১,১৭,১৯৫.০০ টাকা পরিশোধযোগ্য। ফলে মোট আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ (১৫,৩৯,৭২০.০০ + ১,১৭,১৯৫.০০) = ১৬,৫৬,৯১৫.০০ টাকা, যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খ) যথাযথ দালিলিক প্রমাণক উপস্থাপনে ব্যর্থতার কারণে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ নালাপাড়া গোডাউনের বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় ক্ষতি ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা।

- চট্টগ্রাম শহরস্থ কেপিএম এর নালা পাড়ায় মোট ০৬ টি গুদাম রয়েছে। তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ভাড়া দেওয়া ২টি গুদামে ২৮/৬/১০ খ্রিঃ তারিখে ভোর ০৪ ঘটিকায় এক ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে গুদামের ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা ক্ষতি হয়।

- ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স চট্টগ্রামের অগ্নিকান্ডের তদন্তের জন্য তথ্য ও প্রমাণক চেয়ে তদন্ত কমিটি বরাবরে প্রমাণপত্র/দলিলাদি উপস্থাপন করার জন্য বলা হলেও কেপিএম কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রমাণাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে তদন্ত কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়।

- কেপিএম কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে তথ্যাদি সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় বীমা দাবী প্রত্যাখ্যাত হয় (স্মারক নং-১৯/২০১৩ তারিখ- ৩১/০১/২০১৩)।
- ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির পরিমাণ, স্টক রেজিস্টার, ওয়ার হাউজ/ওয়ার্কশপ লাইসেন্স এবং গুদামের বীমা দাবীসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি/প্রমাণক সংরক্ষণ ও সরবরাহ করতে ব্যর্থ হওয়ায় ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা বীমা দাবী প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি।
- অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ চট্টগ্রামস্থ নালাপাড়া গুদাম সংস্কার করে ভাড়া প্রদান না করা এবং বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ মোট **(১৬,৫৬,৯১৫.০০ + ২,৫০,০০,০০০.০০) = ২,৬৬,৫৬,৯১৫.০০ টাকা।**

অনিয়মের কারণ : অত্যাধিক চাহিদা থাকার পরও অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ চট্টগ্রামস্থ নালাপাড়া গুদাম সংস্কার করে ভাড়া প্রদানে অবহেলা, তদারকী, সিদ্ধান্তহীনতা, অব্যবস্থাপনা এবং বীমা দাবী প্রত্যাখ্যান হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ২,৬৬,৫৬,৯১৫.০০ টাকা।

ফলাফল : অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গুদাম যথাসময়ে সংস্কার করে ভাড়া প্রদানে এবং বীমা দাবী আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার কারণে কেপিএম এর আর্থিক ক্ষতি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

১। ২৮/৬/১০ খ্রিঃ তারিখ অগ্নিকান্ডে ভস্মীভূত গুদাম ২(দুই) টি আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে পুনঃনির্মাণ করা হয়নি। ১২/১/১৩ খ্রিঃ তারিখে গুদাম ভাড়া প্রদানের টেন্ডার আহবান করা হলেও সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন দরপত্র না পাওয়ায় গুদাম ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি।

২। মোট ০৬ টি গুদাম ১২,১০,০০০.০০ টাকায় বীমাকৃত ছিল। দাবী আদায় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রমাণক 'ফায়ার ব্রিগেড রিপোর্ট' অনেক চেষ্টার পরও না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দাবীটি পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গুদাম ২টি পুণঃনির্মাণ না করে দরপত্র আহবান, দরপত্র না পাওয়া ইত্যাদি কেপিএম এর মত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে এহেন জবাব বাস্তবসম্মত নহে। অপ্রয়োজনীয় শর্ত আরোপের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করায় গুদাম ভাড়া দেয়া সম্ভব হয়নি । ফলে প্রতিষ্ঠান ভাড়া বাবদ আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে ।কেপিএম কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রমাণসহ ফায়ার ব্রিগেড কর্তৃক তদন্ত কাজে সহায়তায় এগিয়ে আসেনি । এটি প্রতিষ্ঠানের আইন ও সম্পত্তি শাখার সম্পূর্ণ ব্যর্থতা ।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ০৪/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় জবাব না পাওয়ায় ১০/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয় এবং ২২/০৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে জবাব পাওয়া যায়। জবাবের প্রতিউত্তর হিসেবে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী আপত্তির আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ২৮/০৬/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে পত্র জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২০/০৯/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র জারি করা হয়। ১৮/১০/২০১৬ খ্রিঃ তারিখের জবাবের প্রতিউত্তরে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্থ গুদাম যথাসময়ে সংস্কার করে ভাড়া প্রদানে এবং বীমা দাবী আদায়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য বলা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ৬টি গুদামের বীমা মূল্য ১২,১০,০০০.০০ টাকার বিপরীতে ২টি গুদামে অগ্নিকান্ডে ক্ষতির জন্য ২,৫০,০০,০০০.০০ টাকা বীমা দাবী অযৌক্তিক।
- ক্ষতিগ্রস্ত গুদাম সংস্কার না করে ফেলে রাখা এবং ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র আহবানের কারণে ক্ষতির দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক ।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ আফতাবুজ্জামান)
মহাপরিচালক
বাণিজ্যিক অডিট অধিদপ্তর,
ঢাকা।

তারিখ: ১১/১/১৪২৫
২৪/৪/২০১৮

বাঃসঃমুঃ-২০১৭/১৮-৬৫৮০কম-এ—৮০০ বই-২০১৮ ।